যুগান্তর

তারিখ 16 JUL 2007
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ৪

প্রাথমিক স্তরে ড্রপআউটের হার ৪৮ শতাংশ

মুশতাক আহমদ

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া বা 'ড্রপ আউট' সংখ্যা বাড়ছে। পাশাপাশি এখনও ৩ শতাংশ শিশু স্কুলেই যায় না। সরকারি এক জরিপ অনুযায়ী ড্রপআউটের হার শতকরা ৪৮ ভাগে দাঁড়িয়েছে, যা ২০০৫ সালের চেয়েও প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি। তবে ড্রপআউটের এই পরিসংখ্যানের সঙ্গে একমত নয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। অধিদফতরের মহাপরিচালক খন্দকার মোহাম্মদ আমানুল্লাহান বলেন, এটাকে ঠিক ড্রপ আউট বলা যাবে না। অভিভাবকরা অনেক সময়ই শিশুদের প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করিয়ে থাকেন। সরকারি স্কুল ছেড়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানোর ঘটনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সত্যিকার অর্থে প্রাথমিক স্তরে ড্রপ আউট কমেছে। সরকারি স্কুল থেকে কোন শিক্ষার্থী চলে গেলেও সে লেখাপড়া ছাড়ে না। তারা কেউ কিন্ডারগার্টেন আবার কেউ মাদ্রাসায় ভর্তি হচ্ছে। আজ এক কর্মশালায় প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরা হবে বলে তিনি জানান। এতে শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী ছাড়াও এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর হুয়া দু উপস্থিত থাকছেন।

১০টি বিদেশী দাতা গোষ্ঠীর সহায়তায় সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে 'দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-২)' পরিচালনা করছে। ছয় বছর মেয়াদি ১৮ লাখ ডলারের...

হার : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

হার : ড্রপআউটের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রকল্পের মধ্যবর্তী রিপোর্ট আগামী অক্টোবরে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে শিক্ষা উন্নয়নে এ যাবৎকালে এটাই সবচেয়ে বড় প্রকল্প। ২০০৪ সালে শুরু হওয়া কর্মসূচির অগ্রগতি দেখতে ২০০৫ সালের শেষের দিকে এডিবি'র কান্ট্রি ডিরেক্টর হুয়া দু'সহ সরকার ও বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর কর্মকর্তারা মাঠ পর্যায় পরিদর্শন করেন। তখন তারা সিরাজগঞ্জ ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করেন। ওই সময় প্রকাশিত জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী ড্রপআউটের সংখ্যা ছিল ৩৩ শতাংশ। প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতি বছর রিপোর্ট প্রভাশ করার কথা। কিন্তু প্রায় দেড় বছরেও দ্বিতীয় রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়নি।

সর্বশেষ ২০০৭ সালের জরিপে ড্রপ আউট শিশুর সংখ্যা প্রায় ৪৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ২০০৫ সালের চেয়ে ১৫ ভাগ বেশি। সংশ্লিষ্টরা জানান, স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি এবং পঞ্চম শ্রেণীতে পাস করার হার থেকে এই ড্রপ আউট সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে। আর পিইডিপি-২ অনুযায়ী ২০০৯ সালের মধ্যে শতভাগ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সরকার। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সরকার ১০টি দাতাগোষ্ঠী ও দেশের সঙ্গে মিলে পিইডিপি-২ বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় পার্টনার এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, প্রকল্প ব্যয়ের প্রায় ৬৩ শতাংশ দিচ্ছে সরকার। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত বাকি সদস্যরা হচ্ছে— ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (আইডিএ), বিশ্বব্যাংক, ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, ইউরোপিয়ান কমিশন, নেদারল্যান্ডস, নরওয়েজিয়ান এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট, সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি।

বাংলাদেশে বর্তমানে ৭৮ হাজার সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ৩ লাখ ২০ হাজার শিক্ষক রয়েছেন।

বর্তমানে দেশে দেড় কোটিরও বেশি স্কুল গমনোপযোগী শিশু রয়েছে। বিশ্বখাদ্য সংস্থার এক রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে স্কুল গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে ৩৫ লাখ স্কুল যাচ্ছে না।

পিইডিপি-২ এর অধীনে সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসা, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষাদান, মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান বৃদ্ধি, মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত সুষম করাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে।